# কুষ্ঠ রোগ এবং তার প্রতিরোধ

জোএল আলমিডা , এম বি বি এস , পি এইচ ডি

কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা এখন সম্ভব | এই রোগের কারন একটি জীবানু | ভারতবর্ষ কোনো সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক অংশের মানুষই এই রোগ মুক্ত নয় | এই রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গেলে আপনাদের কিছু কথা জানতে হবে | এই রোগটির প্রাদুর্ভব ভারতবর্ষে এতটাই বেশী যে প্রায় প্রতি এক মিনিটে এক জন এই রোগে আক্রান্ত হন | এইটাই সুখবর যে এই রোগের খুবই ফলপ্রভ চিকিৎসা ব্যাবস্থা আছে , যা বিকলাংগ হওয়া প্রতিরোধ করে | বর্তমানে ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগ পাওয়া যায় না এই ধারণা একান্ত ভুল এবং স্বাস্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে | ২০১৩ সালে WHO ঘোষণা অনুযায়ী কুষ্ঠ রোগ নির্মুল হয়েছে বলা যায় , যখন দেশের কোথাও নতুন করে কুষ্ঠ রোগী আর পাওয়া যাবে না |

আগামী দশ বছরে ভারতবর্ষে প্রায় দশ লাখ লোক এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন | আপনি এ ভাবে ভাবতে পারেন যে , আপনি ভারতবর্ষে কোনো বড় শহরে বাস করেন এবং আপনার আশেপাশে পঁচিশটি বড় বাড়িতে প্রায় এক হাজার লোক বাস করেন | এখানে আগামী দশ বছরে এক জন নতুন কুষ্ঠ রোগী পাওয়া যেতে পারে | কিন্তু যারা রোগের চিকিৎসা নিজেরা করাতে আসেন , তারা মুলত অতি সামান্য অংশ মাত্র | আগামী দশ বছরে ২ - ১০ কোটি ভারতবাসির মধ্যে এই রোগের সংক্রমন ঘটতে পারে যাদের কোনো লক্ষণ দেখা যাবে না |

কুষ্ঠ রোগের জীবানু ছায়ায শুকিয়ে থাকে এবং ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় ছয় মাশ পর্যন্ত শরীরের বাইরে জীবন্ত থাকতে পারে এবং আপনার দেহের পর্শে তা আবার নতুন করে রোগ ঘটাতে পারে |

দারিদ্র্য অনেক কমে যাওয়ায় চীনের সিংডোগ এলাকায় ৫০ বছর আগে এবং নোউ এলাকায় ১০০ বছর আগে কুষ্ঠ রোগ দশ শতাংশ হারে প্রতি বছর কমতে থাকে | কিন্তু ভারতবর্ষের চিত্র ঠিক বিপরীত – এখানে বিকৃত অংগ নতুন রোগের সংখ্যা ২০০৮ - ০৯ থেকে ২০১৩ - ১৪ সালের মধ্যে বেড়ে যায় , কমেনি | এর থেকে শিক্ষা লাভ হল যে দারিদ্র্য শহর ও গ্রাম থেকে কমাতে পারলেই মংগল |

বিনা চিকিৎসায় কুষ্ঠ রোগ স্নায়ুকে নষ্ট করে দেয় এবং আপনার ব্যথা বা পর্শ অনুভুতি কমিয়ে দেয় | ব্যথা বা পর্শ শক্তি না থাকায় ওই অংগে বারে বারে আঘাত লেগে বিকৃতির সূত্রপাত হয় এবং অবশেষে হাত বা পায়ের আঙ্গুল ও চোখ নষ্ট করে দেয় | স্নায়ু নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য আপনার হাত বা পায়ের পেশী পক্ষাঘাত দূষ্ঠ মানুষের মতো হয়ে যায় | এর ফলে হাটা - চলার সময় হাত ও পায়ের আঙ্গুল ব্যবহার করা এবং চোখের পাতা ফেলা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায় | এই জন্যই কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা স্নায়ু নষ্ট হওয়ার আগেই শুরু করা উচিত |

যদি আপনার দেহের চামড়ায় কোনো বিবর্ন এলাকায় ডট পেন্সিল রিফিলের পর্শ অনুভব করতে না পারেন বা আপনার চোখ অথবা কানের কোনো অংশ ফোলা মনে হয কিংবা কোথাও বারে বারে লাগলেও তা অনুভব করতে পারেন না – হাতের আঙ্গুল সোজা করতে অসুবিধা হয় , তা হলে অতি অবশ্যই আপনার নিকটবর্তি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরীক্ষা করানোর জন্য দেখা করুন | ওরা আপনাকে বিনা ব্যয় পরামর্শ ও চিকিৎসা পরিসেবা দেবেন | আর যদি কুষ্ঠ হয়ে থাকে , তাহলে MDT চিকিৎসা শুরু করাবেন | এবং যদি আপনার কুষ্ঠ হয়ে থাকে , তা হলে আপনার বাড়ির সকলেই পরীক্ষা করাবেন যা অতি জরুরী , কেননা তাদের মধ্যে এই রোগ হয়ে থাকতে পারে | MDT চিকিৎসায় জীবানু দ্রুত মরে যায় এবং অল্প দিনেই বেশী সংক্রামক কুষ্ঠ সংক্রমনের ক্ষমতা হারায় | ওই ওষুধ জীবানু ধ্বংস করে বটে কিন্তু স্নায়ু নষ্ট হলে তাকে ঠিক করে দিতে পারে না |

MDT চিকিৎসা শুরু করার দুই বছর অবধি স্নায়ু আহত থাকে | এবং আপনার দেহ মৃত জীবানুদের উপর আক্রমণ করে | এই আক্রমণকে “ইনফ্লামেশন” বলা হয় এবং আপনার স্নায়ু এক যুদ্ধ ক্ষেত্রর রুপ নেয় | স্নায়ুর এই অবস্থাকে

“নিউরাইটিশ” বলা হয় | এক অদৃশ্য যুদ্ধ স্নায়ুকে বরাবরের মতো নষ্ট করে দেয় | যেখানে যেখানে এই যুদ্ধ চলে , সেখানে সেখানে অঙ্গবিকৃতি বা পঙ্গুতা দেখা যায় | এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে এই অদৃশ্য যুদ্ধ বার বার “নিউরাইটিশ” নীরবে চলতে থাকে এবং আপনার রোগ যখন উপলব্ধী হয় ততক্ষনে আক্রান্ত স্নায়ু নষ্ট হয় গেছে |

কুষ্ঠ রোগ সমন্ধে যথাযথ শিক্ষিত ও সহানুভূতিশীল স্বাস্থ্যকর্মীদের তাদের রোগীর দুই বছর অবধি স্নায়ুর উপর নজরদারী রাখতে হবে ও পরীক্ষা করে দেখতে হবে | স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই ধরনের যথাযথ শিক্ষিত ও সহানুভূতিশীল স্বাস্থ্যকর্মীদের বর্তমানে অভাব আছে | এই কুশলী কর্মীরা স্নায়ুর অবস্থা ও লক্ষণ পরীক্ষা করে প্রাথমিক অবস্থাতেই আপনাকে যথাযথ ওষুধ দিতে পারেন যাতে “নিউরাইটিশ” কম হয় আর স্নায়ু রক্ষা পায় | কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি স্নায়ুর ক্ষতি রুখতে সময়মতো যথাযথ ওষুধ দিলে সারা জীবনের মতো অঙ্গবিকৃতি কমানো যায় | যাদের কুষ্ঠ হয়েছিল এবং ঠিকমতো চিকিৎসা করেছেন , তাদের অঙ্গবিকৃতি থাকলেও তারা সংক্রমণ ছরান না | উনি সব বিষয়ে আপনাদেরই মতো শুধু তফাত এই যে ওনার স্নায়ুতে কুষ্ঠ রোগের জীবানু আক্রমণ করেছিল | কিন্তু ওনার দেহে জীবানুরে মৃত এবং সেই জন্য আপনি ওনাকে সামাজিক সব সম্মান দিতে পারেন |

আপনি যেন কখনো না ভোলেন যে ওই ব্যক্তি আপনি নিজেও হতে পারতেন এবং অঙ্গবিকৃতি হলে পুনর্গঠনকর সার্জারি ও পুনর্বাসনএর জন্য কুষ্ঠ রোগ নিয়ে যারা কাজ করছেন এমন প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য পেতে পারেন | যদি আপনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে এই সকল পরিসেবা আপনার জন্য সর্বদা উপলব্ধ |

## আপনি কি ভাবে পরিবর্তন আনতে পারেন ?

আপনাকে ও আপনার প্রিয়জনদের কুষ্ঠ রোগ থেকে রোখার জন্য আপনি সচেতনতা প্রচারণায় যোগদান করতে পারেন | বিধায়ক , পুরপ্রতিনিধি বা পন্চায়ত সদস্যদের লিখতে পারেন যে আপনি কুষ্ঠ প্রতিরোধ ও পরিসেবা দেবার জনপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন করেন | আপনি আশা করেন যে ওরা কুষ্ঠ রোগীর আক্রান্ত স্নায়ুর যথাযথ চিকিৎসা ও ব্যবস্থা নিয়ে অঙ্গবিকৃতি বা পঙ্গুতা বন্ধ করতে পারেন |

আপনি এও বলুন যে

১ ) কুষ্ঠ রোগ এখনো নির্মুল হয় নি এবং ভারতবর্ষে আগামী ১০ বছরে WHO র ২০১৩ ঘোষণা অনুযায়ী দশ লাখ - এর বেশী লোক প্রথমবার আক্রান্ত হতে পারে | এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পরিবারও আক্রান্ত হতে পারেন | এইজন্য কুষ্ঠ রোগের বিরুদ্ধে অভিযান ও সকলে সমর্থন করুন |

২ ) ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে আবার নতুন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক যাতে সকল স্বাস্থ্যকর্মী MDT পরিসেবাপ্রাপ্ত কুষ্ঠ রোগীর ২ বছর পর্যন্ত স্নায়ুর আঘাতের লক্ষণ চিন্হিত করতে পারেন ও নিবারনমুলক যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন | এবং প্রতি মাসে রোগী পরীক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেবেন |

যদি তা না করা যায় , তাহলে প্রতি বছর কয়েক হাজার ভারতবাসির স্নায়ু নষ্ট হবে এবং অঙ্গবিকৃতি হবে | MDT চিকিৎসা চলা সত্বেও তারা স্নায়ু রক্ষা করার ওষুধ জোঠার সময় পাবেন না |

আপনি নিজে আপনার বন্ধু ও পরিজনদের এইভাবে লিখে জানালে কুষ্ঠ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া নিশ্চিত |